লোক প্রশাসন সাময়িকী
ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন ৯৯, আষাঢ় ১৪০৬

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার
সাময়িকী শাখা
তারিখ
সাভার, ঢাকা

অর্থ-ব্যবস্থার স্বরূপ

এস, এম, আলী আক্কাস [*]
এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম [**]

ভূমিকা

যে কোন ধরনের অর্থ-ব্যবস্থায় তিনটি প্রধান কাজ হয়ে থাকে। কাজ তিনটি হলো উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ। সকল অর্থ ব্যবস্থারই কাজ এ তিনটি হলেও কাজ হওয়ার প্রক্রিয়া এক রকম নয়। প্রকৃতপক্ষে কাজ তিনটি এক এক অর্থ ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্নভাবে হয় বলেই বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক এবং ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায়ও প্রধানতঃ উপরোল্লিখিত তিনটি কাজ হয়ে থাকে। কিন্তু উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের ধরন এসব অর্থ-ব্যবস্থায় ভিন্নতর প্রক্রিয়ায় হয় বলে এদের চরিত্রের মধ্যে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে অর্থ ব্যবস্থা বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে কয়েকটি স্বত:সিদ্ধ সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

"An economic system may be defined as the sum total of institutions and pattern of behaviour that organize economic activities in a society".

-Encyclopadia Britanica.

"An economic system consists of those institutions which a given people or nation or a group of nations has chosen or accepted as the means through which its resources are utilized for the satisfaction of human wants".

-William N. Loucks
-William G. Whitney

---

[*] উপ-প্রধান, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী প্রকল্প, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

[**] গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উপরোক্ত তিনটি কাজ বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়ে থাকে। বাজার অর্থনীতির ভিত্তি উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি। অপর পক্ষে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ঐ কাজগুলি রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সেখানে উৎপাদনের উপরকণের মালিক রাষ্ট্র। ব্যক্তি মালিকানা সেখানে অনুপস্থিত। ইসলামী অর্থনীতিতে উপরোক্ত তিনটি কাজ বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হলেও ব্যক্তি মালিকানা সেখানে অবাধ ও অসীম নয় বরং সামাজিক ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা দ্বারা সেটি নিয়ন্ত্রিত।

উপরোক্ত তিনটি কার্য্যাবলীর সাথে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার সম্পর্ক কি? মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা অর্থ-ব্যবস্থার একটি অংশ বা অঙ্গ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে 'উৎপাদন' প্রক্রিয়াকে সহজ, স্বাভাবিক, দ্রুততর এবং প্রতিবন্ধকতাহীন রাখার জন্য সহায়ক ভূমিকায় আসে মুদ্রা ও ব্যাংক-ব্যবস্থা। উৎপাদনের চার উপকরণ (জমি, শ্রম, মুলধন ও উদ্যোক্তা) এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ মূলধন যোগানোর ক্ষেত্রে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটু ভিন্নতর হলেও বীমা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ঝুঁকিমুক্ত করে উৎপাদনের স্বাভাবিক প্রবাহ চালু রাখে।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে অর্থ-ব্যবস্থার পরিচয় এবং তার সাথে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পুঁজিবাদী, সমাজবাদী ও ইসলামী অর্থনীতির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হবেঃ

অর্থ ব্যবস্থার পরিচয়

১.১ অর্থ-ব্যবস্থার ধারণা

অর্থ ব্যবস্থা হলো এমন একটি কাঠামো যার মাধ্যমে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের মত তিনটি মৌল কাজ সম্পাদিত হয়। মানুষ স্বীয় প্রয়োজনে দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন করে। তার বিনিময়ে সে আয় বা রোজগার করে। এই আয়ের একটা অংশ দিয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে ভোগ করে এবং বাকী অংশ পুনরুৎপাদনে ব্যবহার করে। উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের কাজটি একটি ব্যাপক আন্তঃ সম্পর্কীয় ব্যবস্থাধীনে সম্পাদিত হয়। এই ব্যবস্থাটি কেমন এবং সেখানে ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা কিভাবে সম্পর্কিত চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

চিত্র

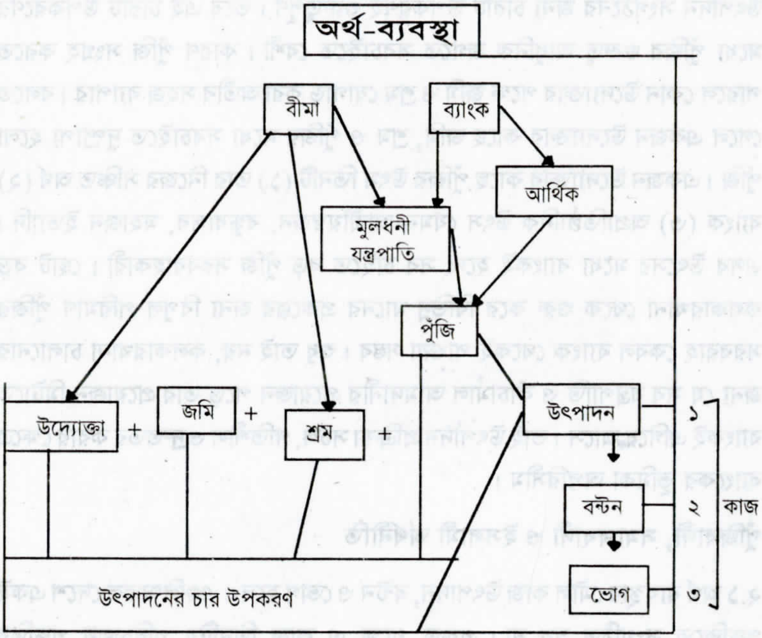
অর্থ-ব্যবস্থা
বীমা
ব্যাংক
আর্থিক
মুলধনী যন্ত্রপাতি
পুঁজি
উদ্যোক্তা
+
জমি
+
শ্রম
+
উৎপাদন
১
বন্টন
২
কাজ
ভোগ
৩
উৎপাদনের চার উপকরণ

১.২ উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের মধ্যে সম্পর্ক ঃ

উপরের চিত্রে একটি অর্থ ব্যবস্থার তিনটি প্রধান কাজের (উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ) চক্রাকার আবর্ত দেখানো হয়েছে। উৎপাদনকে সরবরাহ এবং ভোগকে চাহিদা বলা যায়। চাহিদার প্রকৃতি ও পরিমাণ কি কি পণ্য ও সেবা কতটা উৎপাদন হবে সেটা নির্ধারণ করে। পণ্য ও সেবা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আয়ের সৃষ্টি হয়। এই আয়ই ভোগের চাহিদা সৃষ্টি করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আয় কে কতটা পেলো সেটিই বন্টনের মূলকথা। উৎপাদনের সাথে জড়িত থাকে উদ্যোক্তা, জমির মালিক, শ্রমিক ও পুঁজিদাতা। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আয়ের এরা হিস্যাদার। কোন উৎপাদন একক থেকে যে আয় সৃষ্টি হয় এই চার হিস্যাদারের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত চুক্তি মোতাবেক তা বন্টন হয়। এরা তাদের আয় হিসেবে যে অর্থ পেলো তা দিয়ে তারা ভোগের নিমিত্তে বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে। এ চাহিদাই নির্ধারণ করে পরবর্তীতে কি দ্রব্য ও সেবা কি পরিমাণে উৎপন্ন হবে।

১.৩ উৎপাদনের সাথে ব্যাংক ও বীমার সম্পর্ক ঃ

উৎপাদনের চারটি উপকরণ আছে। এগুলি হলো জমি, শ্রম, পুঁজি ও উদ্যোক্তা। উৎপাদন সংগঠনের জন্য চারটি উপকরণই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই চারটি উপকরণের মধ্যে পুঁজির গুরুত্ব আধুনিক জগতে সবচাইতে বেশী। কারণ পুঁজি সংগ্রহ করতে পারলে কোন উদ্যোক্তার পক্ষে জমি ও শ্রম যোগাড় করা অতীব সহজ ব্যাপার। বলতে গেলে একজন উদ্যোক্তার কাছে জমি, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে সবচাইতে দুষ্প্রাপ্য হলো পুঁজি। একজন উদ্যোক্তার কাছে পুঁজির উৎস তিনটি (১) তার নিজের সঞ্চিত অর্থ (২) ব্যাংক (৩) অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস যেমন-আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মহাজন ইত্যাদি। এসব উৎসের মধ্যে ব্যাংকই হচ্ছে সব চাইতে বড় পুঁজি সরবরাহকারী। ছোট বড় কলকারখানা থেকে শুরু করে বিভিন্ন মানের প্রকল্পের জন্য বিপুল পরিমাণ পুঁজির সরবরাহ কেবল ব্যাংক থেকেই পাওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, কলকারখানা চালানোর জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানীর প্রয়োজন পড়ে তার প্রয়োজন মিটাতে ব্যাংকই এগিয়ে আসে। তাই উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল, গতিশীল ও দ্রুততর করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম।

পুঁজিবাদী, সমাজবাদী ও ইসলামী অর্থনীতি

২.১ অর্থ ব্যবস্থার মৌল কাজ উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ হলেও এগুলি সকল দেশে একই পদ্ধতিতে সংগঠিত হয় না। প্রকৃত পক্ষে এ কাজ তিনটির পরিচালন পদ্ধতির বিভিন্নতাই বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থার প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য সূচনা করে। নিম্নে পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ কিভাবে সম্পাদিত হয় তার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

২.২ উৎপাদন

পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রায় সম্পূর্ণতই ব্যক্তি উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা ব্যক্তির। এসব উপকরণ সংগঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন। উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ ও কাজে লাগিয়ে যে কোন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণে এবং তাদেরকে লাভবান হতে তাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। সে তার বুদ্ধি, যোগ্যতা দিয়ে যে কোন পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতিই পুঁজিবাদের মূলকথা সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচন এবং সেখান থেকে সম্পদ আহরণ করে যে কোন পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হতে পারে। এই মালিকানা চরম ও চূড়ান্ত। অবৈধ পন্থায়

না হলে তার এই সম্পদ ও তৎপরতায় সমাজ বা রাষ্ট্র কোন নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনা। "লাভ" এবং "স্বার্থপরতাই" তাই পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক প্রগতির মূল চালিকা শক্তি। ব্যক্তির এই নিরন্তর স্বার্থপরতার অন্বেষণ বাজার শক্তির অদৃশ্য হস্তের বলে প্রতিযোগিতার নিয়ন্ত্রণাধীনে সমাজের স্বার্থ রক্ষা করে। আর এমনিভাবেই ব্যক্তির স্বার্থ এবং সমাজের মঙ্গলের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়[১]।

পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় উপকরণে ব্যক্তির মালিকানা স্বীকার করা হয় না। "ব্যক্তি মালিকানা শোষণের হাতিয়ার" হিসেবে বিচেনা করে দেশের সামগ্রিক সম্পদে রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম করা হয়। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। তার নিজের বলে দাবী করার কোন কিছুই নাই। সে সমাজ/রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র, তার আজ্ঞাবহ। সমাজের বেঁধে দেয়া নির্ধারিত কাজ সে করবে তার সামর্থ অনুযায়ী এবং তার প্রয়োজন অনুসারে তাকে মজুরী দেয়া হবে। অবশ্য পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এ নীতি পরিবর্তন করে কাজ অনুসারে মজুরী দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত ব্যবস্থায় উৎপাদনে ব্যক্তির উদ্যম টিকে থাকা সম্ভব নয়। আর প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তি উদ্যমে ভাটা পড়াই বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মূল কারণ[২]।

ইসলাম উৎপাদন সংগঠনে উপরোল্লিখিত দুই চরম পন্থার কোনটাই অনুসরণ করে না। ইসলাম মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী হলেও উৎপাদনের উপকরণের মালিকানায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ দর্শন গ্রহণ করেছে। ইসলাম ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে উৎপাদনের প্রেরণা সৃষ্টির উৎস অটুট রেখেছে। অথচ এটিকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে সম্পদ কুক্ষিগত করার সুযোগ সীমিত করার আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ইসলামে উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিমালিকানার অর্থ হলো ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বিধাতার প্রতিনিধি, সে যা কিছুই অর্জন করেছে সেগুলি ব্যবহারে খোদার নির্ধারিত সীমার মধ্যেই কেবল স্বাধীন। অর্থাৎ সে সম্পদের বা উৎপাদনের উপকরণের মালিক হলেও চূড়ান্ত মালিক নয়। কারণ সম্পদ অর্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরকালে তাকে খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

---

[১] অ্যাডামস্মিথ ঃ 'ইনডিজিবল হ্যান্ড' স্বল, এস, ষ্টেপেলেভিচ সম্পাদিত 'দি ক্যাপিটালিষ্ট রিভার' নিউইয়র্ক আলিটেন হাউজ পাবলিশার্স, ১৯৭৭, পৃ : ২০।

[২] দি ইকনমিকস অব ফিজিবল সোসালিজম, লন্ডন ঃ জর্জ এলেন এন্ড মাউইন, ১৯৮৩, পৃ ৬৮।

২.৩ বন্টন

বাজার অর্থনীতির একটি স্বাভাবিক চরিত্রই হলো,এতে অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন লোক মেধা ও দক্ষতার বলে উত্তরোত্তর বেশী সম্পদের মালিক হবে এবং কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। এমন কি পারস্পরিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফল এই যে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অধিকাংশ সম্পদ পুঞ্জীভুত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ জীবনের মৌল প্রয়োজন পূরণেরও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাহীনতা উদ্যমহীনতার জন্ম দিয়ে স্থবিরতা ডেকে আনে। কিন্তু পুঁজিবাদে ব্যক্তিমালিকানার উপস্থিতিতে উদ্যম চূড়ান্ত মাত্রায় থাকলেও এবং প্রবৃদ্ধির মাত্রা উচ্চ পর্যায়ের হলেও আয়ের অস্বাভাবিক বৈষম্য অর্থনীতিকে মন্দার দিকে নিয়ে যায়। কারণ আগেই বলা হয়েছে, ভোগের চাহিদাই উৎপাদনের ধরন ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। যখন অধিকাংশ লোক মৌল প্রয়োজন মিটানোর মত ন্যনতম আয় লাভে ব্যর্থ হয় তখন ভোগের চাহিদা কমে যায়। ফলে অর্থনীতিতে নতুন বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে অর্থনীতি গভীর মন্দার শিকার হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণে রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। প্রতিটি জনগণ তাদের সামর্থ অনুযায়ী কাজ করে এবং কাজ অনুসারে মজুরী পায়। ফলে সেখানে শোষণের সুযোগ নাই বললেই চলে। কিন্তু ব্যক্তিমালিকানার অনুপস্থিতিতে সেখানে কর্মে উদ্যমহীনতা আস্তে আস্তে চরম আকার ধারণ করে। প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রিতাও কাজের গতি স্তিমিত করে ফেলে। পরিশেষে সেখানে প্রশাসনিক দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে। ফলে সাম্যের মহান বুলি ঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমহ্রাসমান গতিশীলতার পাঁকে পড়ে হারিয়ে যেতে বাধ্য-যার জাজ্বল্য প্রমাণ সোভিয়েট রাশিয়াসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘটনাবলী।

ইসলাম বাজার অর্থনীতিকে স্বীকার করে, উন্নয়নের গতিশীলতার চালক ব্যক্তি উদ্যোগকে সে কাজে লাগায়। ফলে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির সুযোগ আছে। কিন্তু এই বৈষম্য প্রকট হয়ে "কেউ খাবে না, কেউ খাবে" এরূপ চরম সামাজিক শ্রেণীগত মেরুকরণে রূপান্তরিত হতে পারে না। কারণ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় স্বাভাবিক অর্থনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে ধনীদের মধ্যে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের যে প্রবণতা কার্যকরী থাকে তাকে গরীবদের মধ্যে সঞ্চালনের জন্য কিছু বাধ্যতামূলক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা রাখা আছে। যাকাতসহ বিভিন্ন আর্থিক ও রাজস্ব কার্যক্রম এ লক্ষ্যে নিবেদিত। এ ক্ষেত্রে কুরআনের এ আয়াতটি স্মরণ যোগ্য যে, "ধন সম্পদ যেন কেবল মাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।"

২.৪ ভোগ

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ভোক্তার ভোগের ক্ষেত্রে চরম সার্বভৌমত্ব রয়েছে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার পছন্দ ও ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে পারে, এক্ষেত্রে ব্যক্তির ভোগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র তেমন কোন বিধি নিষেধ আরোপ করে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত নিয়ম-নীতির মধ্য থেকে ব্যক্তি তার পছন্দানুযায়ী ভোগ করতে পারে। তবে, বাস্তবে দেখা যায় এ ব্যবস্থায় সমাজের সাধারণ ভোক্তাবৃন্দ (উমববমভ উমভ্রলবণত্র) ভোগের ক্ষেত্রে নামমাত্র স্বাধীনতা ভোগ করে, প্রকৃতপক্ষে এ স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; যাদের হাতে সম্পদের সিংহভাগের মালিকানা রয়েছে। অন্যদিকে, সাধারণ ভোক্তাগণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করার ইচ্ছা পোষণ করলেও ক্রয় ক্ষমতার অভাবে তাদের এ ইচ্ছা খুব কমই বাস্তবতার মুখে দেখে থাকে। কেননা, ভোক্তার স্বাধীনতা তার ক্রয়ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

পক্ষান্তরে, সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সমাজ বা রাষ্ট্র সমস্ত সম্পত্তির মালিক হওয়ায় "ভোক্তার সার্বভৌমত্ব" বলতে তেমন কিছু নেই, এক্ষেত্রে সমাজ/রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের যোগ্যতা ও দক্ষতা বিবেচনায় রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ করে থাকে। ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও পছন্দানুসারে ভোগ করতে পারে না। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তির ভোগের সার্বভৌমত্ব অনুপস্থিত। ব্যক্তি তার উচ্চতর ভোগমাত্রা নিশ্চিত করণে কখনও স্বাধীন নয়; রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের মত "ভোক্তার সার্বভৌমত্ব" বলতে যা বোঝায় তা নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে ভোগ্য সামগ্রীর তালিকা শরীয়তের সীমারেখা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমনকি শরীয়ত অনুমোদিত ভোগ্য সামগ্রীও একজন মুসলিম নাগরিক সামাজিক দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিজে ভোগ করতে পারে না। হাদীসে আছে "যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেটপুরে খেয়ে ঘুমালো সে মুমিন নহে"।

২.৫ প্রচলিত ও ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যাংকিং ও বীমা

আর্থ-ব্যবস্থা পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক বা ইসলামী যেটাই হোক, ব্যাংক ব্যবস্থা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সুদ ভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখলেও ধর্মীয় বিচারে গ্রহণযোগ্য নয় এবং অর্থনৈতিক বিচারে ক্ষতিকারক। ইসলাম সকল প্রকার সুদী কারবারকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সুদের অস্তিত্বের কারণে একটি অর্থ ব্যবস্থায় বিনিয়োগ সুযোগের একটা বিরাট অংশ অব্যবহৃত থেকে যায়[৩]। অর্থনীতিতে মন্দার চক্রাবর্তের অন্যতম প্রধান কারণও এই সুদ[৪]। অপরপক্ষে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সুদমুক্ত হওয়ায় উপরোক্ত কুফলসমূহ থেকে ত্রুটি মুক্ত।

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত বিধায় এটিও ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি, প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা উভয় ব্যবস্থার কাঠামোগত ব্যবস্থাই এমন যে, এর মাধ্যমে সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনীলোকদের হাতে দ্রুত পুঞ্জীভূত হয়। এটি প্রকারান্তরে অর্থনীতিতে একদিকে মন্দা এবং অপরদিকে সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টি করে।

উপসংহার

অর্থ-ব্যবস্থাভেদে উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ সংক্রান্ত সমস্যা ভিন্নরূপ হতে পারে। এ সব সমস্যা সমাধান কল্পে বিভিন্ন অর্থ-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক নীতিমালার উদ্দেশ্য যেমন আলাদা হতে পারে, তেমনি ঐসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মকৌশলও আলাদ হওয়া স্বাভাবিক। তবে অধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু বন্টন ও জনগণের জন্য উচ্চতর ভোগমাত্রা নিশ্চিতকরণ এই তিনটি সাধারণ লক্ষ্য প্রায় সকল অর্থ ব্যবস্থারই রয়েছে। তবে লক্ষ্যের মধ্যে এরূপ সাযুজ্য থাকলেও লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়নে গৃহীত কর্মপন্থা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-ব্যবস্থায় আলাদা রকমের।

একটি অর্থনীতিতে উত্তরোত্তর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। চাহিদার পাশাপাশি উৎপাদন না বাড়লে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যথাসময়ে যথোপযুক্ত নীতি অনুসরণ না করলে এটি চলতি অর্থকাঠামো বিপর্যস্ত করে ফেলে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি জরুরী, বিনিয়োগ বাড়াতে হলে কর বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়ে। আবার কর বাড়লে সঞ্চয় কমে গিয়ে বেসরকারী বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। সুতরাং এমন একটি রাজস্বনীতির অনুসরণ করা দরকার যাতে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

---

[৩] আক্কাস. এস. এম. আলী ঃ "রিলেটিভ এফিসিয়েন্সি অব কনভেনশনাল এন্ড ইসলামিক ব্যাংকিং সিষ্টেম ইন ফিন্যান্সিং ইনভেষ্টমেন্ট" পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ, ১৯৯৯ (অপ্রকাশিত)।

[৪] মিনিস্কাইল, ১৯৬১।

অপরপক্ষে, বন্টন সুষ্ঠু না হলে সামাজিক অসন্তোষ দেখা দিয়ে চলতি অর্থকাঠামোর স্বাভাবিক পরিচালন হুমকির সম্মুখীন করে তুলতে পারে। এ জন্যও যথোপযুক্ত নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য যদি এমন হয় যে, অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর হাতে ক্রয়ক্ষমতা না থাকে তাহলে উৎপাদন কমে গিয়ে অর্থনীতি চরম মন্দার শিকার হয়ে পড়তে পারে। তাই অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট মাত্রায় উৎপাদন, বন্টন পরিস্থিতি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য রাজস্ব ও মুদ্রানীতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

অর্থ-ব্যবস্থা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদন বন্টন ও ভোগের মত ৩টি প্রধান কাজ সম্পন্ন হয়। ক্রমাগত বর্ধিত হারে উৎপাদন, সুষ্ঠু বন্টন ও উচ্চ মাত্রার ভোগ নিশ্চিত করা প্রায় সকল অর্থ-ব্যবস্থারই প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আশ্রয় নিতে হয়। বর্তমান বিশ্বে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সমস্যা, এর সমাধানেও মুদ্রা এবং রাজস্বনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১. মরিস বর্নষ্টেইন ঃ কম্পারেটিভ ইকোনোমিকস সিষ্টেমস, পঞ্চম সংস্করণ, আরউইন ১৯৮৫।

২. জে, উইল জেনস্কিঃ দি ইকোনোমিকস অব সোস্যালিজম, চতুর্থ সংস্করণ,জর্জ এলেন এন্ড আনউইন, ১৯৮৬।

৩. ডঃ এম মনজের কাহফ ঃ ইসলামিক ইকোনোমি, মুসলিম ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েসন অব ইউ কে এন্ড ক্যানাডা, ইন্ডিয়ানা ,১৯৮২।